

১৮৬
৯২

নামাজের নিয়াত নামা



মুফতীয়ে আ ঘামে বাসাল শায়েখ

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮৬
৯২

গাম্ভীর্য নিয়াত নামা

pdf By Syed Mostafa Sakib



মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছায়দানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, ইসলামপুর
মুগিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, ফোন- ৯২৩২৭০৪৩০৮

NAMAJER NIYAT NAMA(BENGALI)

Writer : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi

Islampur College Road, Murshidabad (W.B) . Pin - 742304

E-mail- rezadarulifta92@gmail.com

প্রকাশনায়

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

REZA DARUL IFTA SOCIETY

পরিবেশনায়

রেজবী খায়ানা (REZVI KHAZANA)

জক্ষর বিন্যাস — মোহাম্মদ উরয়ে ঈমরান উদ্দিন রেজবী

COMPOSITOR - IMRAN UDDIN REZVI

E-mail- imranuddinrezvi@gmail.com

ইসলামপুর পলেজ প্লাট, প্লাঃ- ইসলামপুর, মুশিদাবাদ,

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন — 742308,

ISLAMPUR COLLEGE ROAD

P.O. ISLAMPUR . MURSHIDABAD .

WEST BENGAL . INDIA .PIN - 742304

MOB - 9735203535

প্রথম প্রকাশ — ০১, ১০, ২০১৪

FIRST PUBLISH - 01 . 10 . 2014

(সর্বস্বত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

(ALL RIGHT RESERVED BY THE WRITER)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমিকা

বর্তমানে আমাদের সামনে বাতিলের বন্যা চলিয়া
আসিতেছে। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী, জামাতে ইসলামী,
ফারাজী-নামধারী আহলে হাদীস থেকে আরম্ভ করিয়া
কাদিয়ানী পর্যন্ত প্রায় সবাই ঘিরিয়া ফেলিয়াছে হানাফী
মাযহাবকে। এই জাময়াতগুলি ও ইহাদের শাখা
প্রশাখাগুলি সবাই বিদ্যাত ও বাতিল। কারণ, এই
জাময়াতগুলির জন্ম দুই শত বছরের আগে নয়। সবগুলই
হইল বৃটিশ সরকারের বপন করা বীজ থেকে বিষ বৃক্ষ।
নিজেরা বিদ্যাতী হওয়া সত্ত্বেও কথায় কথায় হানাফীদের
কাজগুলিকে শির্ক ও বিদ্যাত বলিয়া থাকে। যাইহোক
আমরা যে নামাজের মৌখিক নিয়াত করিয়া থাকি, এই
নিয়াতকে বিদ্যাত ও বাতিল বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার জন্য
জোর প্রচেষ্টা চালাইতেছে। কথায় কথায় একটি শয়তানী
কথা যে, ইহা হাদীসে নাই। এই জন্য হঠাতে করিয়া আমার
হানাফী সমাজের সেবায় এই পুস্তিকাটি প্রদান করিলাম।
পুস্তিকাটি প্রত্যেক বাড়িতে থাকিবার প্রয়োজন। বাড়ির ছোট
বড় সমস্ত সদস্যদের মুখ্যস্ত করিবার প্রয়োজন। কারণ,
নামাজতো প্রত্যেককে পড়িতে হইবে। বিশেষ করিয়া
বালকদের বাল্যকালে যদি সমস্ত নামাজের নিয়াতগুলি
একবার মুখ্যস্ত করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারা
জীবনের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে-আর কোন সমায়ে
ভুলিবার ভয় থাকিবেনা।

গোলাম ছামদানী রেজবী

০১/০১/২০১৪

নামাজের নিয়ত নামাজের নিয়ত নামাজের নিয়ত নামাজের নিয়ত নামাজের নিয়ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ يٰ أَلٰهُ الْصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰيْكَ يٰ أَرْسَلُ اللّٰهِ!

ইহাতো অতি সত্য কথা যে , নিষ্পান দেহ হইল আকেজো । অনুরূপ নিয়াত বিহিন
শামল হইল বেকার । এই জন্য ইসলামের মধ্যে আমলের আগে নিয়াত করিবার কথা
শব্লা হইয়াছে । আবার নিয়াত যত খালেস ও খাঁটি হইবে আমলও তত মাকবুল হইবে ।
এক কথায় নিয়াত ছাড়া কোন আমল আমলই নয় । এই জন্য হাদীস পাকে নিয়াতের
পরে জোর দেওয়া হইয়াছে । যেমন মোসনাদে ইমাম আব্যমের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে -

”أَبُو حِينِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التِّئِيْمِيِّ
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْشِيِّ عَنْ عُمَرِيْبِ الْخَطَابِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلِيهِ السَّلَامُ أَلَا عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ ☆

ইমাম আবু হানীফা — ইয়াহইয়া - মোহাম্মাদ ইবনো ইবরাহিম তাইমি - আলকামা
ইবনো অক্বাস লাইসি - হজরত উমার ইবনুল খাত্বাব রাদী আল্লাহু আনহূর থেকে বর্ণনা
করিয়াছেন , হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম বলিয়াছেন — সমস্ত আমলের
ভিত্তি হইল নিয়াত । ইমাম বোখারীও বোখারী শরীফের শুরূতে এই হাদীস আনিয়াছেন ।

ঈমানের পরে সব চাইতে বড় আমল হইল নামাজ । সুতরাং নামাজের জন্য নিয়াত
জরুরী । আন্তরিক নিয়াত ফরজ । মৌখিক নিয়াত মুস্তাহাব । আন্তরিক নিয়াত না থাকিলে
নামাজ হইবেনা । আন্তরিক নিয়াতের সাথে সাথে মৌখিক নিয়াত থাকিলে সব চাইতে
উদ্ভূত হইবে । কারণ , ইহাতে মন ও মুখ এক হইয়া যায় । যাহারা ও মন মুখকে এক
করিয়া রাখিয়া থাকে তাহারা হইল মুমিন এবং যাহারা মন ও মুখকে দুই রকম করিয়া
রাখিয়া থাকে তাহারা হইল মুনাফিক । যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম
বলিয়াছেন —

إِنَّ ارْجُنَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ يَكُونَ قَلْبُهُ مَعَ
بِسْمِهِ سَوْاً وَ يَكُونُ بِسْمَهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوْاً وَ لَا يُخَالِفُ
قَوْنَهُ عَمَلَهُ وَ يَا مَنْ جَارٌ بِنَوْائِهِ ☆

নিশ্চয় মানুষ মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অস্তর ও জবান এক না হয় এবং
তাহার জবান ও অস্তর এক না হয় , তাহার কথা তাহার আমল বিরোধী হইবে না এবং
তাহার প্রতিবেশী তাহার থেকে নিরাপদ হইবে । (তারহীব)

তৃষ্ণা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ গবেষণা করে আসছেন —

”لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّىٰ يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ“

কোন বান্দার ঈমান সোজা হইবে না যতক্ষণ তাহার অন্তর সোজা না হয় এবং তাহার অন্তর সোজা হইবে না যতক্ষণ তাহার জবান সোজা না হয়। (তারগীব) এই হাদীস তাফসীরে ঝাহুল বাইয়ানের মধ্যেও বর্ণিত হইয়াছে।

এখান থেকে কেহ এই কথা বলিতে পারিবেনা যে, মৌখিক নিয়াতের কোন ভিত্তি নাই। ফকীহগণ হইলেন প্রকৃত পক্ষে হাদীসের বিশ্লেষনকারী। তাহারা আমাদের সম্মুখীন যাহা আনিয়া দিবেন তাহা আমাদের মানিয়া নেওয়া কেবল জরুরী নয়, বরং অয়াজিব কারণ, তাহাদের দৃষ্টিবঙ্গ দূর পর্যন্ত থাকে। কোরয়ান ও হাদীসের কোন সুত্র নামনে শুকান তাহারা কখনো কোন কথা বলিবেন না।

এখন মৌখিক নিয়াত সম্পর্কে কয়েকথানা বিশ্ব বিখ্যাত কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদর্শন করিতেছি। যথা — (ক) ফাতাওয়ায় আলামগীরী। মুজ্জাদ্দিদে যামান বাদশাহ ওয়াঙ্গাজেব আলামগীর রহমাতুলাহি আলাহিহি দুনিয়ার বড় বড় আলেমদের দ্বারায় একটি কিতাবখানা লিখাইয়া ছিলেন। আজ সেই রকম আলেম কোথায়? তাহারা মৌখিক নিয়াত সম্পর্কে লিখিয়াছেন —

”فَإِنْ فَعَلَهُ تَجْتَمِعُ عَرَيْمَةُ قَلْبِهِ فَهُوَ حَسْنٌ كَرَّا فِي كَافِيٍ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ إِحْصَارِ الْقَلْبِ يَكْفِيهِ النَّسَارُ كَرَّا فِي الرَّاهْدِيِّ“

যদি কেহ নিজের আন্তরিক নিয়াতকে মৌখিক নিয়াতের সহিত মিলাইয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা হইল উত্তম। এইরূপ কথা কাফী কিতাবে রাখিয়াছে। আর যদি কেহ আন্তরিক নিয়াত থেকে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য মৌখিক নিয়াত যথেষ্ট হইবে।

(খ) হানাফী মাযহাবের বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বস্ত কিতাব শরাহে বেকাইয়া খুলিয়া দেখিবে সেখানে বিকাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে — ”وَالْقَضْدُ مَعَ تَفْظِهِ أَفْضَلُ“ আন্তরিক নিয়াতের সহিত মৌখিক নিয়াত উত্তম।

(গ) মুনিয়াতুল মুসাফীর মধ্যে বলা হইয়াছে — ”وَالْمُسْتَخِبُ فِي الْبَيْنَةِ أَنْ يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِاللَّسَانِ“

নিয়াতে মুস্তাহাব হইল যে , অস্তার নিয়াত করিবে এবং মুখে উচ্চারণ করিবে ।

এখানে কেবল নমুনা সরূপ তিনখানা কিতাবের উদ্ঘৃতি প্রদান করা হইল । অন্যথামুক্তি আরো বহু বড় বড় কিতাবের উদ্ঘৃতি দেওয়া যাইবে । আইন্মায়ে দীন ও উলামায়ে কিরাম্ব যখন যুগ যুগ পূর্বে মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলিয়া দিয়াছেন তখন এই যুগে আর্থে কাহার কিছু বলিবার নাই । আল হামদুলিল্লাহ , উলামায়ে দীন এই মৌখিক নিয়াতকে বিরোধীতা করিতেছে না । যাহারা এই নিয়াতকে বিরোধীতা করিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই বাতিল ও বিদ্যাত জাময়াত গুলির শিকার হইয়া গিয়াছে । এই শিকারের মধ্যে রহিয়াছে কিছু মাষ্টার , ডাষ্টার ও তরুণ যুবকের দল । আর সেই সঙ্গে কিছু সাধারণ মানুষ । পশ্চিম বাংলায় একজন সুন্নী আলেমকে এই নিয়াতের বিরোধীতা করিতে খুজিয়া পাওয়া যাইবেন।

মৌখিক নিয়াতের আনক যুক্তি ও রহিয়াছে — (ক) আরবী ভাষা দিনের পর দিনে দুর্বল হইয়া যাইতেছে । কারণ . মুসলিমাদের বিরাট একটি অংশ আরবী ভাষা থেকে দুরে সরিয়া রহিয়াছে । তাহারা কেবল দৈদে চাঁদে নামাজ পড়িয়া থাকে । সকাল সন্ধিক্ষণ তিলাওয়াত করিবার জন্য কোরয়ান শরীফ পড়াটুকু শিক্ষা করে নাই । কম পক্ষে নামাজ মৌখিক নিয়াত করিলে আরবী ভাষা ইহাদের কাছে খানিকটা জীবিত থাকিবে ।

(খ) বিশ্ব মুসলিমাদের একতার স্থান হইল নামাজ । নামাজ সবাই আরবী নিয়াত করিলে একটি একতা বজায় থাকিবে এবং সেই সঙ্গ আরবী ভাষার চৰ্চা থাকিবে ।

(গ) সাধারণ মানুষের জন্য মাঝে আলেমাদের অনুসরন করিয়া চলা জরুরী । যখন উলামায়ে দীন মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলিয়া দিয়াছেন তখন এই নিয়াতে বিশ্ব হানাফীদের একতা কার্যম থাকিবে ।

(ঘ) বর্তমানে এই মৌখিক নিয়াতটি সুন্নী ও ওহোবীদের মধ্যে একটি পার্থক্য হইয়া গিয়াছে । সূতরাং এই নিয়াতের নিয়ম চালু রাখিয়া দেওয়া জরুরী ।

(ঙ) দুনিয়ার কোন কিতাবে নাই যে , মৌখিক নিয়াত হারাম বা করিলে জাহাম ঘটতে হইবে । তবে কেন ইহা ত্যাগ করিয়া চলা হইবে !

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাঁচ ওয়াক্তু নামাজের নিয়াত

ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত

تَوَسِّلُ إِنَّ أَصْلَىٰ لِلَّهِ تَعَالَىٰ رَمْغَتِيْ صَلَاةُ الْقَبْرِ مُسْنَةً
رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতই সলাতিল ফাজরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজ

تَوَسِّلُ إِنَّ أَصْلَىٰ لِلَّهِ تَعَالَىٰ رَمْغَتِيْ صَلَاةُ الْقَبْرِ فَرْضٌ
اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতই সলাতিল ফাজরি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাত

تَوَسِّلُ إِنَّ أَصْلَىٰ لِلَّهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعَ رَمْغَاتِ صَلَاةَ
الظُّهُرِ مُسْنَةً رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিজ্জ জোহরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত ফরজ

تَوَسِّلُ إِنَّ أَصْلَىٰ لِلَّهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعَ رَمْغَاتِ صَلَاةَ
الظُّهُرِ فَرْضٌ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিম্বাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিজ
জোহরি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الظَّهِيرَةِ
سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিম্বাহি তায়ালা রাকয়াতিজ সলাতিজ
জোহরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি
আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত সুন্নাত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ
الْعَصْرِ سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিম্বাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল
আসরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি
আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত ফরজ

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ
الْعَصْرِ فِرْضِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিম্বাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল
আসরি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

মাগরিবের তিন রাকয়াত ফরজ

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ صَلُوةُ الْمَغْرِبِ

الْمَغْرِبِ فَرِضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিঘাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতি সলাতিল
মাগরিবে ফারদিঘাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

মাগরিবের দুই রাকয়াত সুন্নাত

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلُوةُ الْمَغْرِبِ

مُنْهَنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ

اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিঘাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল মাগরিবি
সুন্নাতি রাসুলিঘাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত সুন্নাত

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلُوةُ الْعَشَاءِ

فَرِضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ

أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিঘাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল
ঈশাই সুন্নাতি রাসুলিঘাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি
আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত ফরজ

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلُوةُ الْعَشَاءِ

مُنْهَنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ

اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিঘাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল
ঈশাই ফারদিঘাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ
سُنْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ

☆ اللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ঈশাই সুন্নাতি
রাসুললিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার তিন রাকয়াত বিতর

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ صَلَاةَ
الْوَثْرِ وَاجِبِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ

☆ اللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতাই সলাতিল
বিতরে অয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

দুই রাকয়াত নফল

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ النُّفْلِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল নাফলি
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ডুময়ার নামাজের নিয়াতি

চার রাকয়াত কাবলাল জুময়া

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةَ قَبْلِ
الْجُمُعَةِ سُنْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতি
কাবলাল জুময়াতে সুন্নাতি রাসুললিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ
শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুময়ার দুই রাকয়াত ফরজ

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكُوعًا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِضٌ
اللَّهُ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতি সলাতিল জুময়াতি
ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত বাদাল জুময়া

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكُوعًا صَلَاةُ بَعْدِ
الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবারা রাকয়াতি সলাতিল
বাদাল জুময়াতে সুমাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ
শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকয়াত সুম্মাতুল অয়াক্ত

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكُوعًا صَلَاةُ سُنَّةِ
الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি সুম্মাতিল
অয়াক্তে সুমাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি
আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত আখিরুজ্জোহর

تَوَسَّلَ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكُوعًا صَلَاةً أَخْرِ
الظَّهِيرَةِ أَذْرَكْتُ وَقْتَهُ وَلَمْ أَصْلِ بَعْدَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

نَبِيٌّ وَرَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ وَإِيمَانُهُمْ مُّكَفَّرٌ نَّعَمْ لَهُمْ إِنَّمَا يُنْهَا رُؤْسُهُمْ فَلَا يُرَأُونَهُمْ هُمْ لَا يُرَأُونَ
উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিন
আখিরুজ জোহরে আদরাকৃত অয়াক্তাহু অলাম উসামি বাদাহু মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল
কা বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

তারাবীহ নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلْوَةً التَّرَابِيْحِ
سُنْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি তারাবীহ
মুন্মাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা বাতিশ শারীফতি আল্লাহু
আকবার ।

দুই রাকয়াত ঈদুল ফিতির

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلْوَةً عِنْدَ الْفِطْرِ
مَعَ سِتِّ تَكْبِيرَاتٍ وَاجِبِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল
ফিতির মাঝ সিল্পে তাকবীরাতি অয়াজেবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল
কা বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

দুই রাকয়াত ঈদুল আজহা

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلْوَةً عِنْدَ
الْأَضْحَى مَعَ سِتِّ تَكْبِيرَاتٍ وَاجِبِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا
إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল
আজহা মাঝ সিল্পে তাকবীরাতি অয়াজেবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল
কা বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

ଜାନାଜା ନାମାଜେର ନିୟାତ

نَوْيَثُ أَنْ أَوَّلَى أَرْبَعِ تَكْبِرَاتٍ صَلْوَةُ الْجَنَانَةِ فَرْضٌ الْكَفَايَةُ
أَنْشَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَالصُّلُوْهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ بِهَذَا (بِهَذِهِ)

الْمَيْتُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উয়াদিয়া আরবায়া তাকবীরাতি সলাতিল জানাজাতি ফারদিল কিফায়াতি আস্সানাউ লিল্লাহি তায়ালা অস সলাতু আলান নাবিয়ি অদুয়াউ লিহাজাল (লিহাজিহিল) মাইয়িতি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

ନଫଳ ନାମାଜେର ନିୟାତ ମମୁହ

দুই ରାକ୍ୟାତ ତାହିୟାତୁଲ ଅଜୁ

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتِيْ صَلْوَةً تَحِيَّةً
الْوَضُوءُ سُنْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রାକ୍ୟାତাই সলাতি তାହିୟାତିଲ অজୁয়ে সুନ্মাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

ଦୁଇ ରାକ୍ୟାତ ତାହିୟାତୁଲ ମାସଜିଦ

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتِيْ صَلْوَةً تَحِيَّةً
الْمَسْجِدِ سُنْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রାକ୍ୟାତাই সলাতি তାହିୟାତିଲ মାସଜିଦে সুନ্মାতি রାসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহାତିଲ কାବାତିଶ ଶାରୀଫାତି ଆଲ୍‌ଲାହୁ আକବାର ।

ইশরাক নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِيْ صَلَاةً الْإِشْرَاقِ
سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইশরাকে
সুন্নাতি রসূললিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহহু
আকবার।

চাশত নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِيْ صَلَاةً الضُّحَىِ
سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিদ দোহা
সুন্নাতি রসূললিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহহু
আকবার।

আওয়াবীন নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِيْ صَلَاةً الْأَوَابِينَ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল
আওয়াবীন মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহহু আকবার।

তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِيْ صَلَاةً التَّهَجُّدِ
سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

نَوْيَتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْإِسْتِخَارَةِ

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত
তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি
আল্লাহু আকবার ।

ইস্তখারা নামাজের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْإِسْتِخَارَةِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল
ইস্তখারতি মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

সলাতুত তাসবীহ নামাজের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিত
তাসবীহে মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

সলাতুল হাজাতের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْحَاجَةِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল হাজাতি
মুতাওয়াজিজহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

সলাতুল আসরারের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْأَسْرَارِ
تَقْرِبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

নামাজের গুরুত্ব নামাজের গুরুত্ব নামাজের গুরুত্ব নামাজের গুরুত্ব

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিল আসরারি
তাকারুবান ইলাল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার।

সলাতুত তাওবার নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ التُّوْبَةِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত তাওবাতি
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সলাতুল ফাতিমার নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَسْبِحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ بُنْتَ حَضْرَتِ
خَدِيْجَةَ الْكَبِيرَى لِنُدُبَةِ قُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا
إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসাবিহা তাসবীহা ফাতিমাতিজ জাহরাই বিনাতে
হজরত খাতীজাতুল কুবরা লে নুদবাতি কুরবাতি ইলাল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা
জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সলাতু হিফজিল ঈমানের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ حِفْظِ
الْإِيمَانِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল হিফজুল
ঈমানি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সলাতু কাশফিল আওয়াহের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ كَثْفِ
الْأَرْوَاحِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

نَوْيَتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْعَاشُورَاءِ

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি কাশফিল
আরওয়াহি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

আশুরার নামাজের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْعَاشُورَاءِ

مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল আশুরাই
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

শবে বরাতের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ

مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলাতিল
বারাতে মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

শবে কদরের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসালিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলাতিল
কাদরি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

সূর্য গ্রহণ নামাজের নিয়াত

نَوْيَتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ

اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তৃয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল কুসুফি
সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার ।

চন্দ্রগ্রহণ নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তৃয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল খুসুফি
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

ইস্তিস্কার নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاعِ
سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তৃয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইস্তিস্কার
সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু
আকবার ।

ইহরামের নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ سُنْنَةِ
الْإِحْرَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তৃয়ান উসামিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি সুন্নাতিল
ইহরামি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

সালাতুত ত্বওয়াফের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ وَاجِبِ
الْطَّوَافِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

নামাজের নিয়াত নামাজের নিয়াত নামাজের নিয়াত নামাজের নিয়াত
উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান উসান্নিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকবাতাই সলাতি অজিবিত
মুতাওয়াকে মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের কাজা নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ اقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى رُكُونَ مَافَاتِ مِنِي
الْفَجْرُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিল্লাহি তায়ালা মা ফাতা মিলিল কাজুর
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

জেহরের কাজা নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ اقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكُونَ مَافَاتِ
مِنِي الظَّهَرُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিল্লাহি তায়ালা মা ফাতা মিলিজ জোহরো
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের কাজা নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ اقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكُونَ مَافَاتِ
مِنِي الْغَصْرُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিল্লাহি তায়ালা মা ফাতা মিলিল আসর
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের কাজা নামাজের নিয়াত

نَوْيَثُ أَنْ اقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَ رُكُونَ مَافَاتِ
مِنِي الْمَغْرِبُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিল্লাহি তায়ালা মা ফাতা মিলিল মাগরিবে
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার কাজা নামাজের নিয়াত

নোঁথ আ ফ়صى بِلَهِ تَعَالَى أَرْبَعْ رُكُعَاتْ مَافَاتْ

মَبْنَى الْعَشَاءُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ (اللَّهُ أَكْبَرُ)

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিম্বাহি তায়ালা মা ফাতা মিন্নিল ঈশাউ
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার ।

বিত্তিরের কাজা নামাজের নিয়াত

নোঁথ আ ফ়صى بِلَهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رُكُعَاتْ مَافَاتْ

মَبْنَى الْوَتْرِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ (اللَّهُ أَكْبَرُ)

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিম্বাহি তায়ালা মা ফাতা মিন্নিল বিতর
মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার ।

ইমামের নিয়াত

أَنَا إِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَخْضُرُ

উচ্চারণ :- আনা ইমামুল লিমান হাদারা অমাই ইয়াহদুরু ।

মুকুণ্দীরে নিয়াত

اَقْتَدِيْتُ بِهِزَادَةِ مَامِ

উচ্চারণ :- ইস্কাদাইতু বিহায়াল ইমাম ।

কিছু জ্ঞানী কথা

(১) বোখারী, মোসলেম থেকে আরস্ত করিয়া সিহা সিন্দার মধ্যে কোন কিতাব হানাফী
লেখকদের নয় । সূতরাং এই কিতাবগুলির মধ্যে হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে সমস্ত হাদীস
খুঁজিতে যাওয়া ভুল হইবে । যে হাদীসগুলি এই কিতাবগুলির মধ্যে পাওয়া না যাইবে সে
হাদীসগুলির প্রতি আমল করা যাইবেনা বলা চরম পর্যায়ের ভুল হইবে । কারণ, এই
কিতাবগুলির কথা না আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, না আল্লাহর রসূল বলিয়াছেন ।

(২) ইমাম আবু হানীফার থেকে বড় আলেম বর্তমান দুনিয়াতে কেহ নাই । সূতরাং
তাঁহার মাযহাবকে যাঁচাই করিতে যাওয়া গোমরাহী । তাঁহার মযহাবী ফিকহার উপরে
আমল করা অযাজিব ।

(৩) নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইবেন । ইহা সুন্নাত হজরত অয়েল ইবনো হুজার
রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন ।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْلَمًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ أَبْنَاهَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا شَخْصَةَ أَبْنَاهِهِ

আমি হুজুর সাম্মানাতু আলাইহি অ সাম্মামকে দেখিয়াছি, তিনি নামাজে তাহার দুই
বৃদ্ধাঙ্গুলকে তাহার দুই কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন। (আবু দাউদ, তাহাবী)

(৪) মহিলাগন সিনা পর্যন্ত হাত উঠাইবে। হজরত আয়েল ইবনো হাজার হইতে
বর্নিত হইয়াছে, হুজুর সাম্মানাতু আলাইহি অ সাম্মাম বলিয়াছেন —

يَا أَوَّلَ أُبْنَىٰ حُجَّرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعُلْ يَدِيْكَ حِزَاءً

أَدْنِيْكَ وَالْمَرْأَةَ تَجْعُلْ يَدِيْهَا حِزَاءً تَدْنِيْهَا

হে আয়েল ইবনো হুজার ! যখন তুমি নামাজ পড়িবে তখন তোমার দুই হাত দুই কান
বরাবর করিবে এবং মহিলা তাহার দুই হাত তাহার সৈনা বরাবর করিবে। (তিবরানী)

(৫) খবরদার ! রাফয়ে ইয়াদাইন করিবেন না। রাফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাতের খেলাফ।
হজরত বারা রাদী আম্মাতু আনহু বলিয়াছেন —

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَنَّ الصَّلَاةَ رَقَعَ يَدِيهِ إِلَىٰ

قَرْبِ مَنْ أَدْنِيْهِ لَمْ لَا يَعْوَزْ

আমি হুজুর সাম্মানাতু আলাইহি অ সাম্মামকে দেখিয়াছি, যখন তিনি নামাজ শুরু
করিতেন তখন তাহার দুই হাতকে তাহার দুই কানের নিকট পর্যন্ত উঠাইতেন। অতঃপর
নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত, আর হাত উঠাইতেন না। (আবু দাউদ)

(৬) নাভীর নিচে হাত বাঁধিবেন। ইহা সুন্নাত। হজরত আলী রাদী আম্মাতু আনহু
বলিয়াছেন — أَسْتَهُ وَضَعْ الْكَفَّ عَلَىَ الْكَفَّ تَحْتَ السُّرْرَةِ —

সুন্নাত হইল নাভীর নিচে হাতের উপরে হাত রাখা। (আবু দাউদ, দারুকুংনী)

(৭) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া পাপের কাজা কারণ, কোরয়ান পাকে বলা
হইয়াছে — اذَا قَرِئَ اَنْذِرَاتٍ فَاسْتَمْعُوا نَهْ وَ اَنْصُتُوا عَلَيْكُمْ تَرْحِمُونَ —

যখন কোরয়ান পাঠ করা হইবে তখন তোমরা শ্রবন করো এবং নিরব থাকো,
তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে। (দুরাহ আ'রাফ)

হজরত আবু হুরাইয়া রাদী আম্মাতু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে —

قَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَارَ نَهْ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ أَلِمَامٌ فَقَرَأَهُ قَرَأَهُ

হুজুর সাম্মানাতু আলাইহি অ সাম্মাম বলিয়াছেন, যাহার ইন্দ্র থাকিবে। ইমামের
কিরাত হইবে তাহার কিরাত। (দারো কুংনী)

হজরত আনাম রাদী আম্মাতু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাম্মানাতু আলাইহি

অ সাম্মাম বলিয়াছেন — "مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلْيَ فُوْدَنَارَا"

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করিবে তাহার মুখে আগুন ভরিয়া যাক।

(ইবনো হিব্রান, সহীহুল বিহারী)

لَمَّا جَاءَهُ رَسُولُهُ مُصْرِفًا مَّا أَنْتَ بِهِ بِلَىٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّمَا يَرَىٰ مَا أَنْشَأَ لِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

(৮) আমিন অবশ্যই আস্তে বলিবেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে—

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرَهُ

أَمْ غَضْبُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفُهُ أَمِينٌ

فَوَاقَعَ ذَلِكَ أَهْلَ السَّمَاءِ عَفْرَلَهُ مَاتَقْدِمَ مَنْ ذَلِبَهُ“

হৃজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন ইমাম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম অ লাদাল্লামীন বলিবে তখন তাহার পিছনে যে ব্যক্তি আমিন বলিবে এবং তাহা ফিরিশতাদের ন্যায (নীরবে) হইবে তাহার পূর্বেকার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (দারিমী, বাযহাকী)

(৯) নামাজের মসলায় নমুনা সরূপ কেবল একটি করিয়া হাদীস প্রদান করা হইল। যাহাতে কেহ না বলিতে পারে যে, হানাফীরা হাদীস বিরোধী কাজ করিয়া থাকে। অন্য থায় প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে উজ্জনাধিক করিয়া হাদীস দেখানো যাইবে। এইগুলি দেখিতে হইলে আমার লেখা - হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ পাঠ করিতে হইবে।

দ্বন্দ্ব শরীফের ফজীলত

দ্বন্দ্ব শরীফ এমনই একটি জিনিয় যে, ইহাতে খালেক ও মাখলুক সবাই সামিল। অবশ্য সবার পর্যায় এক প্রকার নয়। দ্বন্দ্ব ছাড়া বান্দার কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে মাকবুল নয়। এইজন্য কালাম পাকে আল্লাহ তায়ালা সৈমানদারগণকে দ্বন্দ্ব পড়িবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব তৈরি করিয়া দেন নাই। বান্দার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, তাহারা নিজেদের মন মত দ্বন্দ্ব পাঠ করিবেন। তাই দ্বন্দ্ব এক প্রকার নয়। আউলিয়ার ক্রিয়া শত প্রকারের দ্বন্দ্ব তৈরি করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে সাধারণ মানুষের জন্য আমল করা সহজ হইয়া যায়। এখানে কয়েকটি বিশেষ দ্বন্দ্ব শরীফ দেওয়া হইতেছে কিন্তু সেগুলির ফজীলত দেওয়া সভ্ব হইতেছেন। আল্লাহর অয়াস্তে পাঠ করিতে থাকিবেন, ইনশা আল্লাহ বহু সওয়াব পাইবেন।

দ্বন্দ্বে গাওসীয়া

اَللَّهُمَّ صَرِّعْنِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ مَعْدِنَ اِنْجُور

وَانْكَرْمَ وَابِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ☆

উচ্চারণঃ - আল্লাহুস্মা সাল্লি আলা সাহেবীনা ও মাওলানা মুহাম্মাদিম্মা দিনিল জুদি অল্কারামি তা আলিহী অ আসহা বিহী অ বারিক অ সালিম।

দ্বন্দ্বে ওয়াইসিয়া

اَللَّهُمَّ صَرِّعْنِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ بَعْدَ مَا عَنْدَكَ مَنْ

أَعْذَرْ فِي كُلِّ لَخْفَةٍ وَلِنَفْحَةٍ مَنْ لَازَلَ أَنِّي الْأَبْدَ وَإِنَّهُ وَسَلِّمْ ☆

ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହମ୍ମଦିନ ମୁହମ୍ମଦିନ ମୁହମ୍ମଦିନ ମୁହମ୍ମଦିନ
ଉଚ୍ଚାରণ :- ଆଜ୍ଞାହୁନ୍ମା ସାନ୍ତି ଆଲା ସାହିଯେଦୀନା ଓ ମାଓଲାନା ମୁହମ୍ମଦିନ ବି ଆଦାଦି ମାନ୍ଦି
ଇନ୍ଦାକା ମିନାଲ ଆଦାଦି କି କୁଣ୍ଡି ଲାହଜଟିଉ ଅ ଲାମହାତିମ ମିନାଲ ଆଜାଲି ଇଲାଲ ଆବାଦି
ଆଲିହୀ ଅ ସାନ୍ତିମ ।

ଦରାଦେ ଯେଜାବୀଯା ବା ଦରାଦେ ଜୁମ୍ରା

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَابْنِهِ سَيِّدِهِ صَلَادَةً
وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا زَوْلَ اللَّهِ ☆

ଉଚ୍ଚାରণ :- ସାନ୍ତାହୁନ୍ମା ଆଲାମାବି ଇଲ୍ ଉନ୍ନିଯେ ଅ ଆଲିହୀ ସାନ୍ତାହୁନ୍ମା ଆଲାଇହି ଅ ସାନ୍ତାମା
ସଲାତାଉ ଅ ସାଲାମାନ ଆଲାଇକା ଇଯା ରାସୁଲାମାହି ।

ଦରାଦେ ହିଫାଜ୍ ସୈଜାନ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرْتُكَ
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلْتُ عَنْ ذِكْرِهِ
اَنْغَافِلُوكَ ☆

ଉଚ୍ଚାରণ :- ଆଜ୍ଞାହୁନ୍ମା ସାନ୍ତି ଆଲା ସାହିଯେଦୀନା, ମୁହମ୍ମଦିନ କୁଣ୍ଡାମା ଝାକାରାହୁଜ ଜାକେବୁନା
ଆଜ୍ଞାହୁନ୍ମା ସାନ୍ତି ଆଲା ସାହିଯେଦୀନା ମୁହମ୍ମଦିନ କୁଣ୍ଡାମା ଗାଫାଲା ଆନ୍ ଜିକରିହୀଲ ଗାଫିଲୁନା ।

ଦରାଦେ ମାହී

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَأَفْضِلِ النَّبِيِّ وَشَفِيعِ
الْأَمَّةِ يَوْمَ الْحِشرِ وَالنُّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ بَعْدِ مَعْلُومٍ نَّكَ وَبِارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ
الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْمَرْ سَلِّيْنْ وَعَلَى كُلِّ مَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّابِحِينَ وَضَرِّ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرِ خَلْقِهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الْأَرْجَمِينَ ☆

ଉଚ୍ଚାରণ :- ଆଜ୍ଞାହୁନ୍ମା ସାନ୍ତି ଆଲା ସାହିଯେଦୀନା ମୁହମ୍ମଦିନ ଖାଯାରିଲ ଖାଲାଇକି ଅ ଆଫଜାଲିଲ
ବାଶାରି ଅ ଶାଫିଇଲ ଉନ୍ନାତି ଇଯାଉଗିଲ ହାଶରୀ ଅନ୍ନାଶରି ସାହିଯେଦୀନା ମୁହମ୍ମଦିନ ଅ ଆଲା
ଆଲି ସାହିଯେଦୀନା ମୁହମ୍ମଦିନ ବି ଆଦାଦି ମାଲୁମିଲାକା ଅ ବାରିକ ଅ ସାନ୍ତିମ ଅ ସାନ୍ତି ଆଲା

ନାମାଜୁର ନିଯାତ୍ ନାମାହିଁ ହିଁ
 ଫିଜାମିଇଲ୍ ଆସିଯାଯି ଅଳ ମୁରମାଲୀନା ଅ ଆଲା କୁଣ୍ଡ ମାଲାଇକାତିଲ୍ ମୁକାରିବିନା ଅ ଆଲାନ୍
 ଫିଇବାଦିଲ୍ ହିସ ସାଲେହିନା ଅ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାତୁ ତାୟାଲା ଆଲା ଖାୟାରି ଥାଲକିହି ସାଇୟେଦିନା ମୁହାମ୍ମାଦିଉନ୍
 ଫିଅ ଆଲିହି ଅ ଆସହାବିହି ଆଜମାଙ୍ଗନ ବିରାହମାତିକା ଇଯା ଆରାହମାର ରାହିଧିନ ।

ଦୁର୍ଲାଭ ଶିଖା

اللهم صرّ وسِّلم وبارك على سيدنا وموانا محمد طب
انقلّوب وذوائبه وعافية البدان وشفائهم ونور الانصار
وصيائهما واله وصحبه رائما آندا ☆

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা সান্নি তা সান্নিম তা বারিক আলা সহিয়েদীনা তা মাওলানা মুহাম্মাদিন ত্বৰিল কুলুবি তা দাওয়াইহা অ আঁফিয়া তিল আবদানে অ শিফাইহা অ নুরিল আবসার অ জিয়াইহা অ আলিহি অ সাহাবিহী দাইমান তাবাদ ।

এই দুর্বুদ্ধ পাকটি সমস্ত রোগের জন্য একটি মহা ঔষধের কাজ দিয়া থাকে। সাতবার
পাঠ করিয়া রোগীর কানে ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়া তাহা পান করাইতে হইবে।
কাহার তা'বীজ প্রদান করিলে তিনবার পাঠ করিয়া তা'বীজের উপরে আবশ্যই ফুঁক দিয়া
দিবে।

ଦ୍ୱାଦୟ ତାଙ୍କ

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم
داعي البلاء والوباء والخط والمرص والالم اسنه مكتوب مرفوع
مشغف منقوش في اللوح والقلم سيد الغرب والغيم جسمه مقدس معطر مطهر
منور في البيت والحرام شمس الضحى بذر الدجى صدر الغلى نور الهدى كهف
الوزى بصبح الظلم جبيل الشيم شفيء الام صاحب الخود
الكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره
و سرعة النتهى مقامه و قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده
والمحضوذ موجزده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيء الغذيبين
انيس الغريبين رخمة الاعلمين راحة العاشقين لامرا العشتاقين شمس
العارفين سراج السالكين بصبح المقربين لمحب الفقراء والمساكين
سيد الثقلين ثبى الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب

قُوسيْنِ مخْبُوبِ زَبِ الْمُشْرِقَيْنِ وَالْمُغْرِبَيْنِ جَدُّ الْحَسْنِ وَالْحُسْنَى مُولَانَا وَمَوْلَى
الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْفَالِسِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ يَأْتِيهَا الشَّاكِفُونَ
بِنُورِ جَنَّالِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَامٌ وَاتْسِيلِيقَا

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, সাইয়েদিনা অ মাওলানা মুহাম্মাদিন সাহিবিত
তাজি অল মিরাজি অল বুরাকি অল আলাম। দাফিইল বালাই অল অবাই অল কাহতি
অল মারাদী অল আলাম। ইসমুহু মাক্তুবুম মারফুউম মানকুশুন ফিল লাউহি অল
কালাম। সাইয়েদিল আরাবি অল আজাম। জিন্মুহু মুকাদ্দাসুম মুয়াভারুম মুতাহ হারুন
ফিল বাইতি অল হারাম। শামসিদ দুহা, বাদরিদ দুজা, সাদরিল উলা, নুরিল হুদা
কাহফিল অরা, মিসবাহিজ জুলাম, জামালিশ শিয়াম, শাফীইল উমাম, সাহিবিল জুদি
অল কারাম, অল্লাহু আসিমুহু, অ জিবরীলু খাদিমুহু, অল বুরাকু মারকাবুহু, অল মিরাজু
সাফারুহু, অ নিদরাতুল মুনতাহা মাকামুহু, সাইয়েদিল মুরসালীন, খাতিমিন নাবীস্টেন,
শাফীইল মুজনিবীন, আনিসীল গরীবীন, রহমাতিল্লিল আলামীন, রাহাতিল আশিকীন,
মুরাদিল মুশ্তাকীন, শামসিল আরিফীন, সিরাজিস সালিকীন, মিসবাহিল মুকার্বীন,
মুহিম্বিল ফুকারযী অল মাসাকীন, সায়িদিস সাকালাইন, নাবীইল হারামাইন, ইমামিল
কিবলা তাইন, অসিলাতিনা ফিদ দারাইন, সাহিবি কাবা কাওসাইন, মাহবুবি রবিল মাশ্রি
কাইনি অল মাগরিবাইন, যাদিল হাসানি অল হুসাইন, মাওলানা ও মাওলাস সাকালাইন
আবিল কাসিমি মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ, নুরিম মিন নুরিল্লাহ, ইয়া আইউহাল মুশ্তাকুনা
বিনুরি জামালিহী সালু আলাইহি অ আলিহী অ আস্হাবিহী অ সালিমু তাস্লীমা।

দক্ষাদে প্রাঞ্জেত্র ফার্ডীলত

আরবী মসের প্রথম দিকে জুমার রাতে ঈশার নামাজের পর অজু অবস্থায় পাক
কাপড় পরিধান করতঃ খোশবু লাগাইয়া একশত সন্দরবার (১৭০) এই দরুদ পাঠ করিয়া
শুইয়া যাইবে। ধারাবাহিক এগারো রাত এই প্রকার করিলে ইনশাআল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু
আলাইহি অ সাল্লামের সহিত দর্শন লাভ হইয়া যাইবে। যাদু, জিন, পরী, ভূত, পেত্ ও
শয়তান ইত্যাদি দুরিভূত করিবার জন্য এগারোবার পাঠ করিলে ইনশাআল্লাহ উপকার
পাইবেন। অন্তর পরিষ্কার রাখিবার জন্য প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর যাটিবার,
আসর ও ঈশার নামাজের পর তিনিবার করিয়া পাঠ করিতে হইবে। হিংসুক, আত্যাচারি,
দুশমনের দুশমনি হইতে নিরাপদের জন্য এবং দুখে ও অভাব দূর করিবার জন্য ধারাবাহিক
চল্লিশ দিন রাতে ঈশার নামাজের পর পাঠ করিতে হইবে। বন্ধা মহিলার জন্য একুশটি
শুরমার উপরে সাতবার করিয়া পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া একটি করিয়া একুশ দিন খাইবে এবং
মাসিক শেষ হইবার পর পবিত্র অবস্থায় সঙ্গম করিবে। ইনশাআল্লাহ, নেক সন্তান
জন্মগ্রহণ করিবে। (আ'মালে রেজা, ১ম খন্দ ১৬/১৭ পৃষ্ঠা)

ଆମାର ମୁରୀଦ ଭାଇଦେର ପ୍ରତି

ଯାହାରା ବେରେଲି ଶରୀଫେର ଶାରୋଖ ମାଶମେସଗନେର ହାତେ ବାଯେତ ହେଯା ରହିଯାଛେନ, ବିଶେଷ
କରିଯା ଯାହାରା ତାଜୁଶ ଶରୀଯା ଆଜ୍ଞାମା ଆଖତାର ରେଜା ଖନ ଆଜହାରୀ ସାହେବ କିବଳା ଓ ହୁଜୁର
ଜାମାଲ ମିଲାତ ହଜରତ ଆତାଉର ରହମାନ ଜାମାଲ ରେଜା ଖାନ କାଦେରୀ ସାହେବ କିବଳାର ହାତେ
ବାଯେତ ହେଯା ରହିଯାଛେ ତାହାଦେର ଜିକିର-ଆଜକାର କରିବାର ଡଳା ନିମ୍ନେ ନିଯମ କାନୁନ ଲିଖିଯା
ଦେଓୟା ହେତେଛେ । ପାଂଚ ଓସାଙ୍କ ନାମାଜ ସଥା ନିଯମେ ଆଦାୟ କରିବେନ । ହାରାମ ଓ ହାଲାନେର ପ୍ରତି
ଖୁବହୁ ଲକ୍ଷ ରାଖିବେନ । ବଦ ଆକିଦାହ ମାନୁଷଦେର ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକିବେନ । ସଥା ସମ୍ମବ ସକାଳ ଓ
ମନ୍ଦ୍ୟାଯ ଜିକିର କରିବେନ । ଏକାନ୍ତ ସମ୍ମବ ନା ହେଲେ ସଥାଯ ଏକଦିନ ଜିକିର କରିବେନ ମାତ୍ର ଏକଟି
ସଥା ନିଯମେ ଜିକିର କରିବେନ । କଥାନୋ ପୌରମୁଶିଦ ଗନେର କଥା ଭୁଲିବେନା । ଅନାଥାଯ ଫାରେଜ
ପାହିବେନ ନା । ଫତିହା କରିବାର ପୂର୍ବ ତିନିବାର ପାଠ କରିବେନ

**يَا اللَّهُ يَا زَحْمَتْ يَا زَجْنِمْ بَلْ مَاراً كُنْ مُسْتَقِيمْ بِحَقِّ
يَا كَنْ غَبْدُ وَأَيْكَ نَشْجِينْ**

ଉଚ୍ଚାରଣ — ଇଯା ଆଜ୍ଞାହୁ, ଇଯା ରହମାନୁ, ଇଯା ରହିମୁ, ଦିଲେ ମାରା କୁଳ ମୁଶ୍କିଲାନେ ବେହାକେ
ଇଯାକା ନା ବୁଦୁ ଅ ଇଯାକା ନାସତାନ୍ଦନ ।

ଫାତିହା କରିବାର ନିୟମ

କାଦେରୀଯା ତରୀକା ଅନୁଯାୟୀ ଫାତିହା କରିବାର ନିୟମ ଏହିରୂପ ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ଫଜରେର ନାମାଜେର
ପର ଶାଜରାହ ଶରୀକ ଏକବାର, ଦର୍ଦୁଦେ ଗାଓସିଯା ସାତବାର, ଦୂରାହ ଫାତିହା ଏକବାର, ଆଯାତୁଲ
କୁର୍ସୀ ଏକବାର, ଦୂରାହ ଇଖଲାସ ସାତବାର, ଆବାର ଦର୍ଦୁଦେ ଗାଓସିଯା ତିନିବାର ପାଠ କରିବାର ପର
ନମ୍ରତ ପୌରାନେ ପୌରଗନେର ଆରଓରାହ ପାକେ ସାଓୟାବ ରେସାନୀ କରିବେ । ଯାହାର ହାତେ ମୁରୀଦ
ହେଯାଛେ ଯଦି ତିନି ଜୀବିତ ଥାକେନ, ତାହା ହେଲେ ତାହାର ଡଳା ଦୂର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଅନାଥାଯ ତାହାର
ନାମ ଶାଜରାହ ଶରୀଫେର ମଧ୍ୟେ ଶାମିଲ କରିଯା ନିବେ ।

ଶାଜରାହ ଶରୀଫ

ଇଯା ଇଲାହୀ ରହମ ଫାରମା ମୁଶ୍କଫାକେ ଅଯାନ୍ତେ
ଇଯା ରାମୁ ଲାଜ୍ଜାହ କରମ କିଜିଯେ ଖୋଦାକେ ଅଯାନ୍ତେ
ମୁଶକିଲେ ହାଲ କାରୁ ଶାହେ ମୁଶକିଲ କୋଶାକେ ଅଯାନ୍ତେ
କାର ବାଲାଯେଁ ରଦ୍ ଶାହିଦେ କାରବାଲା କେ ଅଯାନ୍ତେ
ସାଇୟେଦେ ସାଜଜାଦକେ ସାଦକେ ମେ ସାଜିଦ ରାଖ ମୁରୋ
ଇଲ୍ଯେ ହାକ୍କଦେ ବାକେରେ ଇଲ୍ଯେ କୁଦାକେ ଅଯାନ୍ତେ
ସିଦ୍କେ ସାଦିକ କା ତାସାଦୁକ ସାଦେକୁଲ ଇସଲାମକାର
ବେ ଗାଜବ ରାଜୀ ହୋ କାଜେମ ଆଓର ରାଜ୍ୟକେ ଅଯାନ୍ତେ
ବାହାରେ ମା'ରୁଫ ଓ ସିରି'ମା'ରୁଫ ଦେ ବେଖୁଦ ସାବି
ଜୁନଦେ ହକ୍ ସେ ଗିନ ଜୋନାଇଦ ବା ସାଫାକେ ଅଯାନ୍ତେ
ବାହାରେ ଶୀବଲୀ ଶେରେ ହାକ୍ ଦୁନିଯାକେ କୁତ୍ତୋ ସେ ବାଁଚା

এককা রাখ্ আবদে অয়াহিদ বে রিয়াকে অয়াস্তে
বুল ফারাহ্ কা সাদকা কার গাম্বো ফারাহ দে হুসন্ অ সায়াদ
বুল হাসান আওর বু সাঙ্গৈদ সায়াদ যা কে অয়াস্তে
ক্লাদেরী কার ক্লাদেরী রাখ্ ক্লাদেরিংও যে উঠা
ক্লাদের আবুল ক্লাদের কুদরত নোমাকে অয়াস্তে
আহসা নাম্বারু লাহু রিজকান সে দে রিজকে হাসান
বান্দায়ে রাজ্জাক তাজুল আসফিয়াকে অয়াস্তে
নাসরে আবী সালেহ কা সাদকায়ে সালেহ অ মানসুর রাখ্
দে হায়াতে দিঁ মিহায়ে জান ফেঁজাকে অয়াস্তে
তুরে ইরফান অ উলু'অ হাম্দ অ হুসনা অ বাহা
দে আলী মুসা হাসান আহমাদ বাহাকে অয়াস্তে
বাহারে ইবরাহীম মুবা পার নারে গম গুলজার কার
ভীকুদে দাতা ভীখারী বাদশাকে অয়াস্তে
খানায়ে দিল্কো ঘিয়াদে রৃষ্যে ইমাকো জামাল
শাহযিয়া মাওলা জামালুল আউলিয়াকে অয়াস্তে
দে মুহাম্মদ কে লিয়ে রূজী কার আহমাদকে লিয়ে
থানে ফাদ লুগ্নাহ সে হেসেসা গাদাকে অয়াস্তে
বীন অ দুনয়াকে মুবো বর্কাত দে বর্কাত সে
ইশকে হাকুদে ইশকী ইশকে ইনতুমাকে অয়াস্তে
হুকের আলে বায়েত দে আলে মুহাম্মদকে লিয়ে
কার শহীদে ইশকে হাময়ায়ে পেশওয়া কে অয়াস্তে
দিল্কো আচ্চা তান্কো সুতরা জান্কো পুর নুর কার
আচ্ছে পেয়ারে শামসে দিঁ বাদরিল উলাকে অয়াস্তে
দোজাহাঁমে খাদেমে আলে রাসুলুগ্নাহ কার
হজরত আলে রাসুল মুক্তাদা কে অয়াস্তে
নৃরে জান অ নৃরে সৈমাঁ নৃরে কবর অ হাশর দে
বুল হুসাইন আহমাদ নৃরী লেকা কে অয়াস্তে
কার আতা আহমাদ রেজায়ে আহমাদ মুরসাল মুবো
মেরে মাওলা হজরত আহমাদ রেজাকে অয়াস্তে
হামিদ অ মাহমুদ আওর হায়াদ অ আহমাদ কার মুবো
মেরে মাওলা হজরত হামিদ রেজা কে অয়াস্তে

সায়ায়ে জুমলায়ে যাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পার রাহে
রহম ফরমাঁ আলে রহমান মুস্তফা কে অয়াস্তে
বাহারে ইবরাহীম ভী লুত্ফ আতায়ে খাস হো
নৃরে কে সারকার সে হেসেসা গাদা কে অয়াস্তে
আয় খোদা আখতার রেজাকো চারখে পার ইসলাম কে

রাখ দারাখশাঁ হার ঘাড়ী আপনে রেজা কে অয়াস্তে
 আয় খোদা জ্যামাল রেজাকো ইসলামকে গুলশান মে
 রাখ দারাখশাঁ হার ঘাড়ী আপনে রেজা কে অয়াস্তে
 সাদকা ইন্ল আ ইয়াকা দে সে আইন্ল ইজ ইল্ল অ আমল
 আফু ইরহাঁ আফিয়াত ইস বে - নাওয়াকে অয়াস্তে

গাঁট ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ

প্রত্যেক তাসবীহ পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরুন্দ শরীফ পাঠ করিবে।

তাসবীহগুলি নামাজের পর পাঠ করিবে। প্রত্যক তাসবীহ এক শতবার পাঠ করিবে।

ফজরে —	يَاعِزِيزٌ يَا أَمْلَى	ইয়া আজীজু, ইয়া আল্লাহ।
জোহরে —	كَرِيمٌ يَا أَنْدَل	ইয়া কারীমু, ইয়া আল্লাহ।
আসরে —	سَتْرٌ يَا أَنْدَل	ইয়া জাবুরু, ইয়া আল্লাহ।
মাগরিবে —	يَغْفَرُ يَا أَنْلَه	ইয়া সাওরু, ইয়া আল্লাহ।
ইশায় —	جَبَارٌ يَا أَنْلَه	ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহ।

নাম্মী ও টেম্পোতের জিপিএ

মু। ১। ৩। ৪ লা ইলাহা ইল্লাহ দুই শত বার।

মু। ১। ১। আল্লাহ আল্লাহ ছয় শত বার।

মু। ১। ইল্লাহ আল্লাহ চার শত বার।

প্রত্যেক জিকির আরঙ্গ করিবার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরুন্দ শরীফ পাঠ করিবে।

উচ্চস্বরে জিকির করিবার নিয়ম

এই জিকির আরঙ্গ করিবার পূর্বে দশবার দরুন্দ শরীফ, দশবার ইস্তেগফার ও নিম্নের আয়াত পাক তিনবার পাঠ করিয়া নিজের উপর ঝুঁক দিবে। অতঃপর উচ্চস্বরে জিকির আরঙ্গ করিবে।

فَادْكُرْ رَبَّكَمْ وَ اشْكُرْ رَبِّيْ وَ لَا تَكْفُرْ رَبَّكَمْ

উচ্চারণ -ঃ ফাজকুরনী আজকুরকুম্ আশকুরলী অলা তাক ফুরন।

মু। ১। ৩। ৪ লা ইলাহা ইল্লাহ দুই শত বার।

মু। ১। ১। আল্লাহ আল্লাহ চার শত বার।

মু। ১। ইল্লাহ আল্লাহ ছয় শত বার।

তাওবা - ইস্তিগফারের ফজিলাত

(১) তাওবা ইস্তেগফার একটি বড় ইবাদাত। কুরায়ান পাকে ও হাদীস শরীফে উহার বহু ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন - مَنْ يَعْمَلْ فِيمَا هُنَّ بِنَفْرَوْنَ - যাহারা ইস্তেগফার করিতে থাকে আল্লাহ তাদের আজাব দিবেন না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমি প্রত্যেকদিন সক্ষেত্রে বারের বেশি তওবা ইস্তেগফার করিয়া থাকি। (বোধারী শরীফ) অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে - আমি প্রত্যেকদিন একশত বারের বেশি ইস্তেগফার

କୁଳକାରୀ ଥାକି । ମାନ୍ୟ ! ତୋମରା ଇସ୍ତେଗ୍ଫାର କରୋ । (ମୋସଲେନ)

(২) হজুর শুভলিয়াছেন - সেই ব্যক্তি ধনবান যাহার আমল নামাতে তওবা ইস্তেগ্ফার
বেশি পাওয়া যায়। (ইবনে মাজা)

(৩) হজুর খুলিয়াছেন - মুমিন নিজের পাপকে পাহাড়ের ন্যায় ধারনা করিয়া থাকে। যেন সে পাহাড়ের নিচে বনিয়া রহিয়াছে এবং পাহাড় তাহার উপর পড়িয়া যাইতেছে। ফাসেক এক প্রাপকে মাছিব ন্যায় ধারনা করিয়া থাকে যে উহার কোন পৰঙ্গীয়া কারোনা। (বোখরী)

(৪) হজুর কুর্বানিয়াছেন - গোনাহ থেকে তওবাকারি ব্যক্তি এই প্রকার, যেন সে গোনাহ করিয়া ছিল না। (ইবনো মাজা)

(৫) মানুষ সেই সময় মাফ চাহিয়া থাকে বখন সে নিজেকে অসহায় ও দুর্বল ধারনা করিয়া থাকে এবং অপরকে শক্তিশালী বলিয়া মনে করে। অনুরূপ বান্দা সেই সময়ে আল্পাহর কাছে ক্ষমা চাহিয়া থাকে বখন সে নিজেকে আসহায় এবং আল্পাহকে সর্ব শক্তিমান মনে করিয়া থাকে। এই ধারনা হইল প্রকৃত বান্দা হইবার দলীল। বে বাক্তি পড়িয়া যাইতেছে তাহাকে কেহ কেলিয়া দিতে চায় না, বরং উঠাইতে থাকে। আল্পাহ তায়ালা তওবাকারিদের আজাব দিবেন না, বরং ক্ষমা করিয়া দিবেন। তাহার দরবারে কোন প্রকারের বাহানা করা চলিবেনা, বরং বিশ্বীর সহিত উপস্থিত হইতে হইবে।

(৬) প্রকৃত তওবা ইঙ্গিকার ইহাই যে, গোনাহগার আতীতের গোনাহের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করিবে এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিবে। যেমন গোনাহ তেমনই তওবা করিতে হইবে। গোপন গোনাহের জন্য গোপন তওবা করিতে হইবে এবং প্রকাশ্য পাপের জন্ম প্রকাশ তওবা।

(৭) আল্লাহর হক্ক থেকে তওবা করিতে চাহিলে জীবনে যত ফরজ আওয়াজিব তাগ করিয়াছে সেগুলি আদায় করিয়া দিতে হইবে। নামাজ, রোজার কাজা আদায় করিয়া দিবে এবং ভবিষ্যতে কাজা না করিবার অঙ্গীকার করিবে। বান্দার হক্ক থেকে তওবা করিতে চাহিলে, যদি কাহার গীবত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট ক্ষমা নিবে এবং খণ্ণী হইলে ধৃণ পরিশোধ করিবে নিবে অথবা তাহার কাছে থেকে ক্ষমা চাহিয়া নিবে।

(৮) তওবা ইস্তেগফোরের জন্য সূবাহ সাদেকের সময়টি অত্যন্ত উত্তম। হাদীস শরীয়াকে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা শেষ রাতে প্রথম আসমানের দিকে তাওয়াজুহ-খাস দৃষ্টি ফেলিয়া বলিয়া থাকেন - কে প্রার্থনা করিতেছে ? আমি কবুল করিব। কে আমার নিকট চাহিতেছে ? আমি তাহাকে দিব। কে আমার নিকট কথা চাহিতেছে ? আমি তাহাকে কথা করিয়া দিব। সকাল পর্যন্ত এই আওয়াজ হইতে থাকে। (রহস্য মায়ানী)

(৯) ইন্দ্রেগ্রামের বহু শব্দ হানীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে খুব মশহুর শব্দ ইহাই—
আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর নিকট
স্মরণ গোনাট থেকে ক্ষমা চাহিতেছি এবং তাহার নিকটে তওবা করিতেছি।

(১০) তাফসীরে নাস্তিকীর লেখক হাকীমুল উম্মাত মৃফতী আহমদ ইয়ার খান নাস্তিকী রহমা
তুল্লাহি আলইহির আমল এই প্রকার ছিল - ফজরের সম্মাত নানাজের পর 'আউজু বিল্লাহ' ও
'বিসনিল্লাহ' পাঠ করিয়া প্রথমে দরবাদ শরীফ, তারপর এই আয়াত পঠ করিতেন ।

”وَنُفِّرُ أَنْهَمُمْ إِذْ قَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ بِجَنَاحِكَ فَانْسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَانْسْتَغْفِرُ نَفْسَهُمْ

وَالرَّسُولُ نُوْجَدُوا إِنَّمَا تُوْبَابُ رَجِيمًا

অ লাউ আমাহম ইজ্বালামু আনফুসা হম জাউকা ফাস্তাগকা রঞ্জাহ অস্তাগ্ ফারা লাহমুর
রাসুলু লা অজাদুল্লাহ তউওয়া বার রহিমা । ইহার পর হজুর পাকের পবিত্র দরবারের দিকে
আকষ্ট হইয়া আবেদন করিতেন - "فَجَئْتُ عَلَىٰ بَابِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَافِيَّا -
وَمَجْرِمًا وَعَلَىٰ نَفْسِي ثَانِمًا وَجَئْتُ عَلَىٰ بَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مُسْتَغْفِرًا وَجَئْتُ عَلَىٰ بَابِكَ شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ مُسْتَبْغًا"

ফাজি তু আলা বাবিকা ইয়া রাসুল্লাহ আসিয়ান অ মুজরিমান অ আলা নাফসী জালিমান অ
জি তু আলা বাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহি মুস্তগফিরান অ জি তু আলা বাবিকা শাফীয়াল মুজনিবীনা
মুস্তানফিয়ান । তারপর এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন - "أَمَّا إِنَّ فِلَاتِبْرَ -
সাইলা ফালা তানহার । তা রপর হজুর পাক দরবারে আবেদন করিতেন - "أَمَّا إِنَّ عَنِي
بِبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشُّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرَافِقَكَ فِي
الْجَنَّةِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشُّفَاعَةَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ"

‘আনা সাইলুন আলা বাবিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ আস্যালুকাশ শাফায়াতাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
আস্যালুকা মুরাকা তাকা ফিল জামাতি ইয়া হাবিবাল্লাহ আস্যালুকাশ শাফায়াতা ইয়া শাফীয়াল
মুজনিবীনা’ । ইহার পর সভ্রবার ইস্তেগফার পাঠ করিতেন । হাকীমুল উম্মাত বলেন -
খোদার কৃপায় আমি বহু উপকার পাইয়া থাকি ।

জ্বালামে প্রেজ্বা

মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম
শাময়ে বয়মে হিদায়াত পে লাখোঁ সালাম ।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নাওবাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম ।
শাবে আসরাকে দুলহা পে দায়েম দরূদ
নাওশাহে বাজমে জাহ্নাত পে লাখোঁ সালাম ।
রাবির আ'লাকী নিয়ামত পে আ'লা দরূদ
হাক্ক তায়ালা কী মিল্লাত পে লাখোঁ সালাম ।
হাম গরীবোঁকে আক্রা পে বেহাদ দরূদ
হাম ফাকীরোঁ কী সাওয়াত পে লাখোঁ সালাম ।
দুর ও নাজদীক কে সুননে অলে অহ কান
কানে লায়ালে কারামাত পে লাখোঁ সালাম ।
জিসকে মাথে শাফায়াত কা সেহরা রাহা
উস জবীনে সায়াদাত পে লাখোঁ সালাম ।
জিনকে সিজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুঁকী
উন ত্রুঁওঁকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম ।

জিস তরফ উঠ গায়ী দম মে দম অগায়া

উস নিঘায়ে ইনায়াত পে লাখ্বো সালাম ।

জিস সুবানী ঘড়ী চমকা তাইবা কা চাঁদ

উস দিল আফরোজ সায়াত পে লাখ্বো সালাম ।

শাফয়ী মালিক আহমাদ ইমাম হানীফ

চার বাগে ইমামাত পে লাখ্বো সালাম ।

কামেলানে তরীকাত পে কামেল দরূদ

হামেলানে শরীয়াত পে লাখ্বো সালাম ।

গওসে আজম ইমামুত্ত তুঙ্গা অন বুকা

জালওয়ায়ে শানে কুদরাত পে লাখ্বো সালাম ।

গওস ও খাজা ও রাজা, হামিদ ও মুস্তফা

পাঞ্জে গাঞ্জে বিলায়েত পে লাখ্বো সালাম ।

ডালদি ক্রালব্ যে আজমাতে মুস্তফা

সাইয়েদী আ'লা হজরত পে লাখ্বো সালাম ।

যেরে উস্তাদ মাঁ বাপ ভাই বাহন !

আহলে উলদো আঁশীরাত পে লাখ্বো সালাম ।

কাশ মাহশার যে জব ইনকী আমাদ হো আওর

ভেজে সব উনকী শাওকাত পে লাখ্বো সালাম ।

মুব্রাসে খিদমাত কে কুদসী কাহেঁ হাঁ রেজা

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখ্বো সালাম ।

রেজবী মুনাজাত

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ তেরী আতাকা সাথ হো

জাব পাড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কোশাকা সাথ হো ।

ইয়া ইলাহী ভুল জাওঁ নায়া কি তাকলিফ কো

শাদিয়ে দীদারে ঝুসনে মুস্তফা কা সাথ হো ।

ইয়া ইলাহী গোরে তৌরাহ কি জব আয়ে সাথত্ রাত

উনকে পিয়ারে মুহ কি সুবসহ জানহেজ্মা কা সাথ হো ।

ইয়া ইলাহী জবপাড়ে মাহশার যে শোরে দারোগীর

আমান দেনে অলে পেয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো ।

ইয়া ইলাহী জাব জবানেঁ বাহার আয়েঁ পেয়াস সে

সাহেবে কাওসার শাহে জুদ অ আতা কা সাথ হো ।

ইয়া ইলাহী সারদ মোহরী পার হো জাব খোরশীদে হাশর

সাইয়েদে বে সায়াকে জিল্লে লেওয়া কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী গারমীয়ে মাহশাৱ সে জব ভড়কে বদন
 দামানে শাহবুব কী ঠাণ্ডি হাওয়া কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী নামায়ে আ'মাল জব খুলনে লাগে
 আয়েব পুশে খলকু সাতারে খতা কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী জাৰ বাহেঁ আধেঁ হিসাবে জুৰুম মে
 উন তাবাস সুম রিয হোঁটো কী দুয়া কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী জাৰ হিসাবে খান্দায়ে রেজা রোলায়ে
 চাশমে গিৰীয়ানে শাফিয়ে মুৱতাজা কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী রং লায়েঁ জব মেৰি বেৰাকিয়া
 উনকি নীচী নীচী নজৰো কি হায়া কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী জাৰ ভালোঁ তাৱীক রাহে পুল সিৱাত
 আফতাবে হাশেমী নৃৱুল ঝুদা কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী জাৰ সারে শামশীৰ পার ভালনা পাড়ে
 রাবিৰ সালিম কাহনে অলে গাম জাদাহ কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী জে দুয়ায়েঁ নেক হাম তুৰাসে করেঁ
 কোদসিওঁ কে লাব সে আমীন রক্বানা কা সাথ হো ।
 ইয়া ইলাহী জাৰ রেজা খাবে গেৱাসে সার উঠায়ে
 দৌলাতে বেদারে ইশকে মুস্তাফা কা সাথ হো ।

পুস্তক চিঠি



pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

- ১। 'মোসনাদে ইমাম আ'বম'-এর বঙ্গানুবাদ
- ২। তাবলিগী জামায়াতের অবদান
- ৩। জুময়ার সুন্নী খুতুবাহ
- ৪। কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানয়ল ইমান'
- ৫। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
- ৬। সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
- ৭। সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
- ৮। দুয়ার মোস্তফা
- ৯। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
- ১০। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে মঞ্চ সংখ্যা
- ১১। সেই মহানায়ক কে?
- ১২। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
- ১৩। তাবলিগী জামায়াতের গুণ্ঠ রহস্য
- ১৪। 'জামাতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ (১য় খণ্ড)
- ১৫। 'জামাতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
- ১৬। 'আনওয়ারে শরীয়ত'-এর বঙ্গানুবাদ
- ১৭। মাসায়েলে কুরবানী
- ১৮। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
- ১৯। 'আল মিস্বাহুল জাদীদ'-এর বঙ্গানুবাদ
- ২০। সম্পাদকের তিনি প্রসঙ্গ
- ২১। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা, তিনটি সংখ্যা
- ২২। তাহিল আওয়াম বর সলাতে অস্মলাম
- ২৩। নফল ও নিয়াত
- ২৪। দাফনের পূর্বাপর
- ২৫। দাফনের পরে
- ২৬। বালাকোটে কাঞ্চনিক কবর
- ২৭। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
- ২৮। ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
- ২৯। গন্ধা ও মদীনার মুসাফির
- ৩০। নারীদের প্রতি এক কলম